رِسَالَةُ الْـحِجَابِ

فِيْ ضُوْءِ مَا وَرَدَ فِيْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

ইসলামী পর্দা

মূল:

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ আল-উসাইমীন

মর্মানুবাদ:

মোস্তাফিজুর রহমান ইবনু আব্দিল আজিজ আল-মাদানী

সম্পাদনায়:

শাইখ আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

প্রকাশনায়:

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمعذر وأم الحمام ، الرياض

আল-মা'যার ও উম্মুল-হামাম প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা অফিস

পোঃ বক্স নং ৩১০২১ ফোনঃ ০১১-৪৮২৬৪৬৬ ফ্যাক্সঃ ০১১-৪৮২৭৪৮৯

আল-মা'যার ও উম্মুল-হামাম, রিয়াদ ১১৪৯৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ভূমিকা

الْحَمْدُ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً كَثِيْراً.

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে হিদায়েত ও সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন। যেন তিনি মানুষকে তাঁদের প্রতিপালকের ইচ্ছায় অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে এনে পরাক্রমশালী প্রশংসিত আল্লাহর পথে উঠাতে পারেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পাঠিয়েছেন নিজ ইবাদাত বাস্তবায়নের জন্য। আর তা হবে আল্লাহর আদেশ-নিষেধকে নিজের কুপ্রবৃত্তি ও চাহিদার উপর প্রাধান্য দিয়ে বিনয়ের সাথে তাঁর পরিপূর্ণ অধীন হওয়ার মাধ্যমে।

আল্লাহ তাঁকে সর্বতোভাবে ভালো চরিত্রগুলোর দিকে আহ্বানের মাধ্যমে সেগুলোর পরিপূর্ণতা এবং সর্বপ্রকারের খারাপ চরিত্রগুলো থেকে ভীতিপ্রদর্শনের মাধ্যমে সেগুলোকে ধ্বংস করতে পাঠিয়েছেন। ফলে ইসলামী শরীয়ত সার্বিকভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত। যাতে কারো পরিপূর্ণতা বিধান ও বিন্যাসের কোন প্রয়োজন নেই। কারণ, সেটি এসেছে সর্বজান্তা প্রজ্ঞাময় আল্লাহর কাছ থেকে। যিনি তাঁর বান্দাদের সুবিধাসমূহ জানেন ও তাদের প্রতি দয়া করেন।

আল্লাহর রাসূলের মাধ্যমে প্রেরিত ভালো চরিত্রগুলোর অন্যতম হলো লজ্জা। যেটিকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈমান ও তার একটি বিশেষ অঙ্গ বলে দাবি করেছেন। শরীয়ত ও দেশপ্রচলন হিসেবে আদিষ্ট লজ্জার বিশেষ একটি অংশ হলো মহিলাদের সসম্মানে থাকা এবং এমন চরিত্রে চরিত্রবতী হওয়া যা তাদেরকে ফিতনা ও সন্দেহের জায়গা থেকে দূরে রাখে। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, চেহারা ও ফিতনার অঙ্গগুলো ঢেকে মহিলাদের পর্দা করা তাদের সর্বোচ্চ সম্মান রক্ষা করার শামিল। যেহেতু এতে করে তাদেরকে ফিতনা থেকে দূরে রেখে তাদেরকে সুরক্ষা

করা হয়।

এ বরকতময় রিসালাতের দেশ সৌদি আরবে এবং অন্যান্য মুসলিম দেশেও একদা মানুষ সঠিক পন্থার উপর ছিলো। মহিলারা পরিপূর্ণ পর্দা করে বেগানা পুরুষের সাথে না মিশে ঘর থেকে বের হতো। এখনো এ দেশের অনেক অঞ্চলে তা বলবৎ রয়েছে।

তবে যখন পর্দার ব্যাপারে কথা উঠেছে এবং কিছু লোক পর্দা না করাকে কোন দোষই মনে করছে না তখন কিছু লোক এ ব্যাপারে সন্দিহান হয়েছে যে, চেহারা ঢেকে পর্দা করা কি ওয়াজিব না মুস্তাহাব? না কি এটি এ দেশের সংস্কৃতি। যার সাথে ওয়াজিব ও মুস্তাহাবের কোন সম্পর্ক নেই। তাই এ সন্দেহ দূর করার জন্যই আমরা এর বিধান বর্ণনায় সচেষ্ট হয়েছি।

সবার জেনে রাখা প্রয়োজন যে, চেহারা ঢেকে বেগানা পুরুষ থেকে পর্দা করা একটি ওয়াজিব কাজ। যা কুরআন, সুন্নাহ, কিয়াস ও বিবেক-বুদ্ধি কর্তৃক প্রমাণিত।

কুরআনের প্রমাণসমূহঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِيْنَ غَيْرِ أُوْلِيْ الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ، وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُوْبُوْا إِلَى اللهِ جَمِيْعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ﴾.

"আর আপনি মু'মিন নারীদেরকে বলে দিন তাদের দৃষ্টি নিচু করতে এবং তাদের লজ্জাস্থান হিফাযত করতে। আর তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করতে। তবে যা এমনিতেই প্রকাশ পায়, তা ব্যতীত। তারা যেন মাথার কাপড় দিয়ে নিজেদের বুক ঢেকে রাখে। আর তারা যেন নিজেদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, নিজেদের মতো মহিলা, নিজ

মালিকানাধীন দাসী, যৌন কামনামুক্ত অধীনস্থ পুরুষ, নারীদের গোপনাঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া অন্য কারো কাছে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তারা যেন নিজেদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে মু'মিনরা! তোমরা সবাই আল্লাহর নিকট তাওবা করো। যাতে সফলকাম হতে পারো"। (সূরা নূর: ৩১)

উক্ত আয়াত পর পুরুষ থেকে মহিলাদের পর্দা করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারটি কয়েকভাবে বুঝিয়েছে। যা নিম্নরূপ:

ক. আল্লাহ তা'আলা মু'মিন মহিলাদেরকে লজ্জাস্থান হিফাযতের আদেশ করেছেন। আর লজ্জাস্থানের হিফাযতের আদেশ লজ্জাস্থান ও সেটির উপকরণসমূহ হিফাযত করাকে শামিল করে। কারণ, কোন বুদ্ধিমানই এতে সন্দেহ করে না যে, লজ্জাস্থান হিফাযতের উপকরণই হলো চেহারাকে ঢেকে রাখা। যেহেতু চেহারা খোলা রাখা সেটির দিকে তাকানো, সেটির সৌন্দর্য নিয়ে চিন্তা করা ও সেটির রূপ আস্বাদনের কারণ। পরিশেষে তা সেই ব্যক্তির নিকট পৌঁছা ও তার সাথে সম্পর্ক করার উপকরণ। কারণ, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا النَّظْرُ... والْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ.

"চোখ ব্যভিচার করে এবং তার ব্যভিচার হলো দেখা... পরিশেষে লজ্জাস্থান সেটিকে সত্যে বা অসত্যে রূপান্তরিত করে"। (বুখারী: ৬২৪৩ মুসলিম: ২৬৫৭)

যখন চেহারা ঢাকা লজ্জাস্থান হিফাযতের উপকরণ তাই চেহারা ঢাকাও বাধ্যতামূলক। কারণ, উপকরণ ও উদ্দেশ্যের বিধানই একই হয়ে থাকে।

খ. আল্লাহ তা'আলা চাদর দিয়ে নিজেদের বুক ঢেকে রাখার আদেশ করেন। আর আরবীতে খিমার বলা হয় যা দিয়ে মাথা ঢাকা হয়। অতএব, সেই চাদর দিয়ে যদি কোন মহিলা মাথার সাথে তার বুকও ঢাকতে বাধ্য হয় তাহলে সে তার চেহারা ঢাকতে তো অবশ্যই বাধ্য হবে। যেহেতু সেটি করতে গেলে এটি হবেই হবে অথবা গলা ও বুক ঢাকা ওয়াজিব হলে চেহারা ঢাকা তো আরো উত্তমরূপে ওয়াজিব হবে। কারণ, চেহারা হলো সৌন্দর্য ও ফিতনার জায়গা। তাই মানুষ কারো সৌন্দর্য খুঁজতে গেলে তার চেহারা সম্পর্কেই জিজ্ঞাসা করে থাকে।

গ. আল্লাহ তা'আলা সর্বতোভাবে সৌন্দর্য প্রকাশ করতে নিষেধ করেন। তবে যা এমনিতেই প্রকাশ পায় সেটির কথা ভিন্ন। যেমন: পর্দার উপরিভাগ। এ জন্যই

আল্লাহ বলেন: যা এমনিতেই প্রকাশ পায়। এমন বলেননি, যা তারা প্রকাশ করে। এরপর আবার তিনি কিছু সংখ্যক লোক ছাড়া অন্যের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন। অতএব, বুঝা গেলো উভয় সৌন্দর্য ভিন্ন। প্রথমটি বাহ্যিক আর অপরটি অভ্যন্তরীণ। যদি দ্বিতীয়টিকে প্রকাশ করা যেতো তাহলে প্রথমটিকে ব্যাপক এবং দ্বিতীয়টিকে সীমিত করার কোন উপকার থাকে না।

ঘ. আল্লাহ তা'আলা যৌন কামনামুক্ত অধীনস্থ পুরুষ ও নারীদের গোপনাঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালকের সামনে ভেতরগত সৌন্দর্য প্রকাশ করার অনুমতি দিয়েছেন। উক্ত অনুমতি দু'টি জিনিস বুঝায়:

১. উক্ত দু'জন ব্যতীত কোন বেগানা পুরুষের সামনে অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য প্রকাশ করা জায়িয নয়।

২. সৌন্দর্য প্রকাশ না করার কারণই হলো ফিতনার ভয়। আর এ কথা স্পষ্ট যে, চেহারা হলো সৌন্দর্যের কেন্দ্রভূমি এবং ফিতনার জায়গা। সুতরাং ফিতনার আশঙ্কায় এটিকে ঢেকে রাখা ওয়াজিব।

ঙ. আল্লাহ তা'আলা সজোরে জমিনে পা নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন। যাতে অলঙ্কারের আওয়াজের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য প্রকাশ না পায়। যদি পায়ের অলঙ্কারের আওয়াজ শুনে ফিতনার আশঙ্কায় জোরে পা ফেলা নিষিদ্ধ হতে পারে তাহলে চেহারা খোলা রাখা কিভাবে জায়িয হতে পারে? কারণ, অলঙ্কারের আওয়াজের চেয়ে খোলা চেহারায় ফিতনার আশঙ্কা অনেক বেশি।

২. আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاَّتِيْ لاَ يَرْجُوْنَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِيْنَةٍ، وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ﴾.

"যেসব নারী বিয়ের আশা রাখে না, তারা নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে বাইরের কাপড় খুলে রাখলে তাতে কোন অসুবিধে নেই। তবে তারা তা না করে পর্দার মাধ্যমে নিজেদের সাধুতা বজায় রাখলে তা তাদের জন্য অনেক উত্তম হবে। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ"। (সূরা নূর: ৬০)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বয়স্কা নারীরা নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করার শর্তে তাদের বাইরের কাপড় খুলে ফেললে তাতে কোন গুনাহ নেই বলে ব্যক্ত করেছেন। আর এ কথা সবারই জানা যে, এখানে কাপড় খোলা মানে উলঙ্গ

হয়ে যাওয়া নয়। বরং যে কাপড়গুলো চোহারা ও হাতের কব্জিসহ পুরো শরীরকে ঢেকে রাখে সেগুলো খুলে রাখাই উদ্দেশ্য। এ বিধানটিকে বয়স্কাদের সাথে বিশেষিত করার মানে হলো যুবতীরা এর বাইরে। যদি তা না হতো তাহলে এ বিশেষত্বের কোন অর্থ হয় না।

তেমনিভাবে বয়স্কাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করার শর্ত থেকে বুঝা যায় যুবতীদের পর্দা করা ওয়াজিব। যেহেতু যুবতীদের চেহারা খোলার অর্থই সাধারণত তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করা। কারণ, তাদের চেহারায় সাধারণত সৌন্দর্য থেকেই থাকে।

৩. আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيْبِهِنَّ، ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ، وَكَانَ اللهُ غَفُوْراً رَحِيْماً﴾.

"হে নবী! আপনি নিজ স্ত্রী, কন্যা ও মু'মিনা নারীদেরকে বলে দিন, যেন তারা চাদরের কিছু অংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে করে তাদেরকে চেনা সহজ হবে না। ফলে তাদেরকে আর উত্যক্ত করা হবে না। বস্তুতঃ আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু"। (সূরা আহযাব: ৫৯)

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন: "আল্লাহ তা'আলা মু'মিনা মহিলাদেরকে আদেশ করেন, যখন তারা নিজ ঘর থেকে কোন প্রয়োজনে বের হবে তখন যেন তারা চাদর দিয়ে মাথা ও চেহারা ঢেকে একটি চোখ খোলা রাখে"। (ইবনু কাসীর: ৩/৫৬৯)

বস্তুতঃ সাহাবীর ব্যাখ্যা প্রমাণস্বরূপ। বরং কোন কোন আলিমের মতে সেটি মারফূ' হাদীসের বিধান রাখে। এখানে রাস্তা দেখার প্রয়োজনে একটি চোখ খোলা রাখার কথা বলা হয়েছে। আর যদি সেটিরও প্রয়োজন না হয় তাহলে চোখও খুলবে না।

উক্ত আয়াতে বর্ণিত জিলবাব মানে এমন চাদর যা বোরকার ন্যায় ওড়নার উপর পরা হয়। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: আনসারী মহিলারা কালো চাদর পরে এমন ধীরস্থিরভাবে বের হতো যেন তাদের মাথার উপর কাক রয়েছে"। (ইবনু আবী হাতিম হাদীসটি বর্ণনা করেন, ইবনু কাসীর: ২/৫৬৯)

৪. আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيْ آبَائِهِنَّ وَلاَ أَبْنَائِهِنَّ وَلاَ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلاَ نِسَائِهِنَّ وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ، وَاتَّقِيْنَ اللهَ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْداً﴾.

"নবীর স্ত্রীদের তাদের পিতা, পুত্র, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, অন্য মহিলা ও তাঁদের দাস-দাসীদের সামনে যাওয়াতে কোন দোষ নেই। হে নবীর স্ত্রীরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বস্তুরই প্রত্যক্ষদর্শী"। (সূরা আহযাব: ৫৫)

ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: "আল্লাহ যখন মহিলাদেরকে বেগানা পুরুষ থেকে পর্দা করার আদেশ করেন তখন তিনি কিছু আত্মীয়ের কথা উল্লেখ করলেন যাদের সামনে পর্দা করতে হয় না। যেমনিভাবে তিনি সূরা নূরের মধ্যেও তা করেছেন।

হাদীসের প্রমাণসমূহ:

১. নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَةٍ وَإِنْ كَانَتْ لاَ تَعْلَمُ.

"তোমাদের কেউ কোন মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাবের জন্য দেখতে চাইলে তার দিকে তাকানোয় কোন অপরাধ নেই যদিও সে মেয়ে তা না জানে"। (আহমাদ, হাদীস ২৪০০০ মাজমাউয-যাওয়ায়িদে রয়েছে, এর সকল বর্ণনাকারী বিশুদ্ধ হাদীসের বর্ণনাকারী)

বিবাহের প্রস্তাবের শর্তে কোন মেয়ের দিকে তাকানোয় কোন অপরাধ নেই বলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এটিই বুঝাতে চাচ্ছেন যে, যার বিবাহের প্রস্তাবের ইচ্ছে নেই সে কোনভাবেই কোন বেগানা মেয়েকে দেখতে পারবে না।

কেউ যদি বলে, হতে পারে হাদীসের উদ্দেশ্য হলো মেয়ের গলা ও বুক দেখা। যেহেতু তাতে নির্দিষ্ট কোন অঙ্গের বর্ণনা নেই। এর উত্তর হলো, বিবাহের প্রস্তাবকারীর উদ্দেশ্য হলো সাধারণত চেহারার সৌন্দর্য দেখা। অন্য অঙ্গ দেখা তার উদ্দেশ্য নয়। যদিও অন্য কিছু তার চোখে পড়ুক না কেন।

২. নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মহিলাদেরকে ঈদগাহে আসার আদেশ করলেন তখন মহিলারা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারো কারো পর্দা করার চাদর থাকে না। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন:

لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا.

"তার সঙ্গিনী যেন নিজের কোন চাদর তাকে পরিয়ে দেয়"। (বুখারী, হাদীস ৩২৪ মুসলিম, হাদীস ৮৯০)

উক্ত হাদীস এটাই প্রমাণ করে যে, সাহাবী মহিলারা কোথাও পর্দা ছাড়া বের হতো না। তাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে ঈদগাহে যাওয়ার আদেশ করলে কারো চাদর না থাকাই তার ঈদগাহে যাওয়ার প্রতিবন্ধকতা বলে উল্লেখ করলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে অন্যের চাদর পরে যেতে বলেছেন। চাদর ছাড়া তাকে বের হতে বলেননি। অথচ ঈদগাহে বের হওয়ার জন্য তারা আদিষ্ট। তাহলে যেখানে তারা যেতে আদিষ্ট নয় সেখানে তারা কিভাবে বিনা পর্দায় যেতে পারে?!

৩. আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফজর পড়তেন। তাঁর সাথে মু'মিনা মহিলারাও নিজেদের শরীরে চাদর মুড়িয়ে সালাতে উপস্থিত হতো। অতঃপর তারা নিজেদের ঘরে ফিরে আসতো। অথচ অন্ধকারের জন্য কেউ তাদেরকে চিনতে পারতো না। (বুখারী, হাদীস ৩৭২ মুসলিম, হাদীস ৬৪৫)

তিনি আরো বলেন: তিনি যদি আমাদের যুগের মহিলাদের অবস্থা দেখতেন যা আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে তিনি তাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করতেন যেমনিভাবে বনু ইসরাঈলরা তাদের মহিলাদেরকে নিষেধ করে থাকে। এমন কথা আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকেও পাওয়া যায়।

উক্ত হাদীস দু'ভাবে পর্দার বাধ্যবাধকতা বুঝায় যা নিম্নরূপ:

ক. সাহাবী মহিলাদের অভ্যাসই ছিলো পর্দা ও রাখঢাক করে চলা। অথচ তারা ছিলো সর্বোত্তম যুগের মানুষ। সর্বোচ্চ চরিত্র ও শিষ্টাচারের অধিকারী। পরিপূর্ণ ঈমান ও নেক আমলের অধিকারী। তারা আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানী ও পরবর্তীদের জন্য আদর্শ। তাদের পর্দার এ অবস্থা হলে আমরা কিভাবে অন্য বক্র পথে চলতে পারি।

খ. উম্মুল-মু'মিনীন আয়িশা ও ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর মতো জ্ঞানী ও দূরদর্শী ব্যক্তিরা যদি এমন বলে থাকে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যদি এ যুগের মহিলাদের অবস্থা দেখতে পেতেন তাহলে তাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করতেন। অথচ সে যুগ ছিলো একটি শ্রেষ্ঠ যুগ। নবী

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর যুগ থেকে একটু পরিবর্তন আসার দরুন যদি মসজিদে যেতে নিষেধ করার কথা উঠতে পারে তাহলে ১৪০০ বছর পরের যুগের মহিলাদের ব্যাপারে কি বলা যেতে পারে? যে যুগের মানুষের ঈমান দুর্বল এবং লজ্জা কম। উপরন্তু তারা আরো বেশি উন্মুক্ত হয়ে চলছে।

আয়িশা ও ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) শরীয়তের পরিপূর্ণ উদ্ধৃতিসমূহ থেকে এ কথা বুঝেছেন যে, কোন ব্যাপারে শরীয়ত বিরোধী কিছু পাওয়া গেলে তা শরীয়ত বিরোধী হতে বাধ্য।

৪. নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন:

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُوْلِهِنَّ؟ قَالَ: يُرْخِيْنَهُ شَبْراً، قَالَتْ: إِذاً تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ، قَالَ: يُرْخِيْنَهُ ذِرَاعاً وَلاَ يَزِدْنَ عَلَيْهِ.

"যে অহঙ্কারবশত নিজ কাপড় জমিনে ছেঁচাবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার দিকে রহমতের দৃষ্টি দিবেন না। উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন: তাহলে মহিলাদের কাপড়ের নিম্নপাড়ের কী অবস্থা হবে? তখন রাসূল বললেন: তারা এক বিঘত পর্যন্ত সেটিকে লম্বা করবে। উম্মু সালামাহ বললেন: তাহলে চলার সময় তাদের পা খুলে যাবে। রাসূল বললেন: তাহলে তারা এক হাত লম্বা করবে। এর থেকে আর বাড়াবে না"। (তিরমিযী, হাদীস ১৭৩১ নাসায়ী, হাদীস ৫৩৩৮)

উক্ত হাদীসে মহিলাদের পা ঢেকে রাখার প্রমাণ রয়েছে। যা মহিলা সাহাবীদের নিকট সুপ্রসিদ্ধ একটি ব্যাপার ছিলো। অথচ পা চেহারা ও হাতের কব্জি থেকে কম ফিতনার কারণ। আর এটা কখনোই হতে পারে না যে, শরীয়ত কম ফিতনার জিনিসকে ঢেকে রেখে বেশি ফিতনার জিনিসকে খুলে রাখতে বলবে।

৫. নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন:

إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّيْ فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ.

"তোমাদের কারো নিকট অর্থের বিনিময়ে নিজকে গোলামি থেকে মুক্ত করায় চুক্তিবদ্ধ কোন গোলাম থাকলে এবং তার নিকট চুক্তি মাফিক দেয়ার কিছু থাকলে অবশ্যই তার থেকে পর্দা করবে"। (আহমাদ, হাদীস ২৭০০৬ আবু দাউদ, হাদীস ৩৯২৮ তিরমিযী, হাদীস ১২৬১ ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৫২০)

উক্ত হাদীস থেকে বেগানা পুরুষ থেকে পর্দা করা ওয়াজিব হওয়া এভাবে বুঝা যায় যে, একজন মহিলার জন্য তার গোলামের সামনে চেহারা খোলা জায়িয যতক্ষণ সে তার মালিকানায় থাকে। যখন সে তার মালিকানা থেকে বের হয়ে যায় তখন তাকে তার পূর্বের গোলাম থেকে পর্দা করতে হয়। যেহেতু সে এখন তার জন্য বেগানা হয়ে গেলো। ফলে বেগানা পুরুষ থেকে পর্দা করা ওয়াজিব প্রমাণিত হলো।

৬. আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: "আমরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে ইহরামরত থাকা অবস্থায় আমাদের পাশ দিয়ে অনেক পথচারী যেতো। যখন তারা আমাদের বরাবর হতো তখন আমাদের একজন তথা তিনি নিজ চাদর দিয়ে মাথা ও চেহারা ঢেকে ফেলতেন। আর যখন তারা আমাদেরকে অতিক্রম করতো তখন আমরা চেহারা খুলে ফেলতাম"। (আমহাদ, হাদীস ২৪৫২২ আবু দাউদ, হাদীস ১৮৩৩)

পথচারী সামনে আসলে চেহারা ঢেকে ফেলা পর্দা করা ওয়াজিব হওয়াই প্রমাণ করে। যেহেতু ইহরাম অবস্থায় চেহারা খোলার বিধান রয়েছে। যতক্ষণ না এর কোন কঠিন প্রতিবন্ধকতা আসে ততক্ষণ পর্যন্ত তা খোলাই থাকার কথা। অতএব, পর পুরুষ থেকে পর্দা করা ওয়াজিব না হলে চেহারা ঢাকার কোন প্রশ্নই আসতো না।

ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: উক্ত হাদীস এ কথাই প্রমাণ করে যে, ইহরাম না করা মহিলাদের নিকট নিকাব ও হাতমুজা প্রসিদ্ধ ছিলো। অতএব, এটি তাদের হাত ও চেহারা ঢেকে রাখার দাবি করে।

কিয়াস ও বুদ্ধিগত প্রমাণসমূহ:

কিয়াস ও বিবেক-বুদ্ধির দাবি হলো জনকল্যাণ ও এর উপকরণসমূহ স্বীকার করে সেগুলোর প্রতি উৎসাহিত করা এবং ক্ষতি ও এর উপকরণসমূহকে অস্বীকার করে সেগুলো থেকে মানুষকে দূরে রাখা। ফলে যে কর্মসমূহের ফায়েদা নিরেট বা অগ্রগণ্য সেগুলো ওয়াজিব বা মুস্তাহাব হবে। আর যে কর্মসমূহের ক্ষতি নিরেট বা অগ্রগণ্য সেগুলো হারাম বা অপছন্দনীয় হবে।

বস্তুতঃ আমরা যখন বেগানা পুরুষের সামনে মহিলাদের চেহারা খোলা নিয়ে চিন্তা করি তখন আমরা তাতে প্রচুর ক্ষতির দিক দেখতে পাই। যেগুলোর কিয়দংশ নিম্নরূপ:

১. ফিতনা। মহিলা নিজেই নিজের চেহারাকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে নিজকে ফিতনার সম্মুখীন করে। যা প্রচুর ফাসাদ ও অনিষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

২. মহিলা থেকে লজ্জা চলে যাওয়া। যা ঈমানের অংশ ও ফিতরাতের দাবি। অথচ লজ্জার ক্ষেত্রে মহিলাদের দৃষ্টান্ত সুপ্রসিদ্ধ। বলা হয়,

أَحْيَا مِنَ الْعَذْرَاءِ فِيْ خِدْرِهَا

"সে পর্দানশীন কুমারী থেকেও লজ্জাশীল"।

ফলে মহিলার লজ্জা চলে যাওয়া মানে তার ঈমানের ঘাটতি ও ফিতরাত থেকে বেরিয়ে যাওয়া।

৩. পুরুষরা তার ফিতনায় পড়ে যাওয়া। বিশেষ করে মহিলাটি যদি সুন্দরী হয় এবং মানুষের সাথে হাসি, ঠাট্টা ও মজা করে কথা বলে। যা অধিকাংশ পর্দাহীন মহিলাদের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত। প্রবাদ রয়েছে, দৃষ্টি, সালাম, কথা, সময় নির্ধারণ ও সাক্ষাৎ। আর শয়তান তো মানুষের সাথেই রয়েছে।

৪. পুরুষের সাথে মহিলাদের মেলামেশা। কারণ, কোন মহিলা যদি নিজেকে পুরুষের সমঅধিকারী মনে করে চেহারা খুলে বেড়ায় তখন পুরুষদের সাথে ধাক্কাধাক্কি করতে তার কোন লজ্জা লাগে না। অথচ এতে মারাত্মক ফিতনা ও ফাসাদ রয়েছে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদা মসজিদ থেকে বের হয়ে রাস্তায় পুরুষদের সাথে মহিলাদের মেলামেশা দেখে বললেন:

اسْتَأْخِرْنَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْتَضِنَّ الطَّرِيْقَ، عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيْقِ.

"তোমরা একটু দেরি করো। রাস্তার মধ্যভাগে চলা তোমাদের জন্য উচিৎ নয়। তোমরা রাস্তার কিনারায় চলবে"। (আবু দাউদ, হাদীস ৫২৭২)

ফলে মহিলারা রাস্তার দেয়ালের সাথে লেগে চলতো। এমনকি তাদের কাপড় দেয়ালের সাথে লেগে যেতো।

শাইখুল-ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) মহিলাদের জন্য পর্দা করা ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে বলেন: "বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা দু' ধরনের সৌন্দর্য রেখেছেন: প্রকাশ্য সৌন্দর্য ও অপ্রকাশ্য সৌন্দর্য। মহিলাদের জন্য নিজ স্বামী ও মাহরামের ক্ষেত্রে নিজেদের বাহ্যিক সৌন্দর্য প্রকাশ করা জায়িয। পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার আগে মহিলারা চাদর ছাড়া ঘর থেকে বের হতো। পুরুষরা তখন তাদের চেহারা ও দু' হাত দেখতো। তখন তাদের জন্য এগুলো খুলে রাখা এবং

পুরুষদের জন্য সেগুলো দেখা জায়িয ছিলো। যখন পর্দার আয়াত নাযিল হলো তখন মহিলারা পুরুষদের থেকে পর্দা করে চলতো। আর জিলবাব বলতে এমন চাদরকে বুঝায় যা মাথা ও পুরো শরীরকে ঢেকে রাখে। যখন মহিলাদেরকে চাদর দিয়ে চেহারা ঢেকে রাখার আদেশ করা হয়েছে তখন চেহারা ও হাত ভেতরগত সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত হলো যা বেগানা পুরুষকে দেখানো যাবে না। এ ছাড়া বাহ্যিক কাপড়ের সৌন্দর্য পুরুষদের জন্য দেখা জায়িয। অতএব, ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সর্বশেষ বিধানের কথা উল্লেখ করলেন। আর ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) শুরুর বিধানের কথা উল্লেখ করলেন। পরিশেষে তিনি বলেন: বিশুদ্ধ মতে মলিাদের ক্ষেত্রে পর পুরুষের জন্য চেহারা, হাত ও পা খোলা না জায়িয। যা আগের বিধান রহিত হওয়ার পূর্বে জায়িয ছিলো। বরং মহিলা শুধু তার বাহ্যিক কাপড়ই প্রকাশ করবে। অন্য কিছু নয়। (মাজমূউল-ফাতাওয়া: খণ্ড ২২ পৃষ্ঠা ১১০)

তিনি আরো বলেন: "পর পুরুষকে মহিলাদের চেহারা, হাত ও পা দেখাতে নিষেধ করা হয়েছে। যা অন্য কোন মহিলা ও মাহরামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়"। (মাজমূউল-ফাতাওয়া: খণ্ড ২২ পৃষ্ঠা ১১৭-১১৮)

তিনি আরো বলেন: "শরীয়তের দু'টি উদ্দেশ্য রয়েছে: **ক.** মহিলা ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করা **খ.** মহিলাদের পর্দা করা।

চেহারা খোলা রাখার পক্ষের দলীলসমূহ:

যারা বেগানা মহিলার চেহারা ও হাত দেখা জায়িয বলে নিম্নের দলীলগুলো ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ আর কোন দলীল নেই। যেগুলো নিম্নে বর্ণিত হলো:

১. আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾.

"তারা প্রকাশ্য সৌন্দর্য ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ করবে না"।

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন: "প্রকাশ্য সৌন্দর্য মানে চেহারা, হাত ও আংটি"। আর সাহাবীর ব্যাখ্যা অবশ্যই প্রমাণ।

২. আবু দাউদ তাঁর সুনানের মধ্যে আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা আসমা বিনতে আবী বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) পাতলা কাপড় পরে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট প্রবেশ করলে তিনি আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে মুখ ফিরিয়ে বলেন:

يَا أَسْمَاءُ! إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ سِنَّ الْمَحِيْضِ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا.

"হে আসমা! যখন কোন মেয়ে ঋতুস্রাবের বয়সে পৌঁছে তখন তার এই এই অঙ্গ ছাড়া অন্য কিছু দেখা যাওয়া ঠিক নয়"। (আবু দাউদ, হাদীস ৪১০৪)

তিনি এটি বলে চেহারা ও হাতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

৩. ইমাম বুখারী ও অন্যান্যরা ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেন যে, বিদায় হজ্জের সময় একদিন তাঁর ভাই ফযল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পেছনে বসা ছিলেন। তখন খাসআম গোত্রের এক মহিলা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট আসলে ফযল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার দিকে তাকাচ্ছিলেন। আর সে মহিলাও তাঁর দিকে তাকাচ্ছিলো। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফযল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর চেহারা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। (বুখারী, হাদীস ১৫১৩ মুসলিম, হাদীস ১৩৩৪)

উক্ত হাদীস এ কথা প্রমাণ করে যে, মহিলাটির চেহারা তখন খোলা ছিলো।

৪. ইমাম বুখারী ও অন্যান্যরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ঈদের সালাত সম্পর্কে জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, ঈদের সালাতের পর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মানুষদেরকে উপদেশ দিলেন। এরপর তিনি মহিলাদের নিকট এসে তাদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন:

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! تَصَدَّقْنَ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ حَطَبِ جَهَنَّمَ.

"হে মহিলারা! তোমরা সাদাকা করো। কারণ, তোমাদের অধিকাংশই জাহান্নামের ইন্ধন"। (মুসলিম, হাদীস ৮৮৫)

তখন মহিলাদের মধ্য থেকে কালো চেহারার একজন মহিলা দাঁড়িয়ে বললো: ... বর্ণনাকারীর কথা থেকে বুঝা যায়, মহিলাটির চেহারা খোলা ছিলো। না হয় তার চেহারার অবস্থা সে কিভাবে বলতে পারলো?

উক্ত দলীলসমূহের উত্তর:

উক্ত দলীলসমূহের দু'ভাবে উত্তর দেয়া যায়। যা নিম্নরূপ:

ক. চেহারা ঢাকা ওয়াজিব হওয়ার দলীলগুলো মূলের বিপরীত। আর চেহারা খোলা জায়িয হওয়ার দলীলগুলো মূল মাফিক। সূত্রবিদদের প্রসিদ্ধ মতে মূলের বিপরীতকে মূলের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়। কারণ, মূল মানে কোন বস্তু তার আসল অবস্থায় থাকা। যখন এর বিপরীত কোন দলীল পাওয়া যাবে তখন মূলের

উপর অন্য বিধান এসে মূলের পরিবর্তন হওয়া বুঝায়। এ জন্যই আমরা বলবো: যে মূলের বিপরীত বলেছে তার নিকট বাড়তি জ্ঞান রয়েছে। আর সেটি হলো মূল বিধানের পরিবর্তন প্রমাণিত হওয়া। আর সূত্র মতে প্রমাণকারী নিষেধকারীর উপর প্রাধান্য পায়। সাব্যস্ত হওয়া ও বুঝানোর ক্ষেত্রে উভয় দিকের দলীলগুলো সমান বলে মেনে নেয়া হলেও এ সংক্ষিপ্ত উত্তর সেগুলোর জন্য যথেষ্ট।

খ. আমরা যদি চেহারা খোলার দলীলগুলো নিয়ে চিন্তা করি তাহলে সেগুলো চেহারা খোলা নিষিদ্ধের দলীলগুলোর সমপর্যায়ের হতে পারে না। নিম্নে প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দিলো তা আরো সুস্পষ্ট হবে। যেগুলো নিম্নরূপ:

১. ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর ব্যাখ্যার তিনটি উত্তর রয়েছে। যেগুলো নিম্নরূপ:

ক. তাঁর উদ্দেশ্য হলো পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার আগের প্রথম অবস্থার বর্ণনা দেয়া। যা ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন।

খ. তাঁর কথার উদ্দেশ্য হলো যে সৌন্দর্য প্রকাশ করা নিষেধ সেটির বর্ণনা দেয়া। যা ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর তাফসীরে উল্লেখ করেন।

উক্ত দু'টি সম্ভাবনার কথা সূরা আহযাবের ৫৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় তাঁর নিজের কথাই প্রমাণ করে। যা কুরআনের তৃতীয় দলীলের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে।

গ. যদি উক্ত দু'টি সম্ভাবনার কথা আমরা না মানি তাহলে তাঁর কথা তখনই গ্রহণযোগ্য প্রমাণ হতে পারে যখন এর বিপরীতে অন্য কোন সাহাবীর কথা না থাকে। আর এখানে ইবনু আব্বাসের তাফসীরের বিপরীতে ইবনু মাসঊদের তাফসীর পাওয়া যায়। ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর ব্যাখ্যায় বলেন: "বাহ্যিক সৌন্দর্য মানে চাদর ও উপরি কাপড় যা ঢাকা সম্ভব নয়। তাহলে অন্য দলীলগুলো যে ব্যাখ্যার সমর্থন করে সেটিই মানতে হবে।

২. আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর হাদীস নিম্নের দু'টি কারণে দুর্বল:

ক. বর্ণনাকারী খালিদ ইবনু দুরাইক সরাসরি উক্ত হাদীসটি আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে শুনেননি। যা আবু দাউদ নিজেই বলেছেন। তেমনিভাবে আবু হাতিম আর-রাযীও এমন কথাই বলেছেন।

খ. উক্ত সূত্রে দামেস্কে অবস্থানকারী সাঈদ ইবনু বশীর আন-নাসরীকে ইবনু মাহদী প্রত্যাখ্যান করেছেন। তেমনিভাবে ইমাম আহমাদ, ইবনু মাঈন, ইবনুল-মাদিনী ও নাসায়ী (রাহিমাহুমুল্লাহ) তাকে দুর্বল বলেছেন। এ ছাড়াও হিযরতের সময়

আসমার বয়স ছিলো ২৭ বছর। ফলে তিনি ছিলেন বয়স্কা মহিলা। যার পক্ষে পাতলা কাপড় পরে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সামনে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব। এরপরও এটিকে শুদ্ধ মনে করলে পর্দার আয়াত নাযিলের আগের অবস্থাকেই বুঝানো হবে। আর পর্দার দলীলগুলো মূলের বিপরীত। তাই সেগুলোকেই প্রাধান্য দিতে হবে।

৩. আর ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর হাদীসে বেগানা মহিলার দিকে তাকানো জায়িয হওয়ার কোন প্রমাণ নেই। যেহেতু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফযল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে তার দিকে তাকাতে দেননি। এ জন্যই ইমাম নববী বলেছেন, উক্ত হাদীস বেগানা মহিলার দিকে তাকানো হারাম হওয়াই প্রমাণ করে।

ইবনু হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: উক্ত হাদীস বেগানা মহিলার দিকে তাকানো নিষিদ্ধ হওয়া এবং চোখকে নিম্নগামী করাই প্রমাণ করে।

কাযী ইয়ায (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: কারো কারো ধারণা মতে কেবল ফিতনার ভয় হলেই চেহারা ঢাকা ওয়াজিব। তবে আমার নিকট রাসূলের কর্ম কথার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ।

কেউ যদি বলে: তাহলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কেন মহিলাকে চেহারা ঢাকতে বলেননি। উত্তর হলো, মহিলাটি ইহরাম অবস্থায় ছিলো। আর এমতাবস্থায় মহিলার জন্য চেহারা খোলা রাখা জায়িয যদি কোন বেগানা পুরুষ তার দিকে না তাকায়। অথবা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হয়তোবা পরবর্তীতে তাকে চেহারা ঢাকার আদেশ করেন। কারণ, তাঁর আদেশ বর্ণনা না করা আদেশ না করা প্রমাণ করে না। এদিকে ইমাম মুসলিম ও আবু দাউদ জারীর ইবনু আব্দিল্লাহ আল-বাজালী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন: তিনি বলেন: আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে আকস্মিক দৃষ্টি সর্ম্পকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন:

اصْرِفْ بَصَرَكَ

"তুমি চোখ ফিরিয়ে নিবে। অথবা জারীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: তিনি আমাকে চোখ ফিরিয়ে নেয়ার আদেশ করেন। (মুসলিম, হাদীস ২১৫৯ আবু দাউদ, হাদীস ২১৪৮)

৪. জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেননি ঘটনাটি কখন ঘটেছে। হতে পারে উক্ত মহিলাটি বেশি বয়স্কা। যার দরুন তার জন্য চেহারা খোলা জায়িয। অথবা এটি পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার আগের কথা। যেহেতু পর্দার আয়াত নাযিল হয় পঞ্চম

অথবা ষষ্ঠ হিজরীতে। আর ঈদের সালাত শুরু হয় দ্বিতীয় হিজরীতে।

উক্ত আলোচনায় সঠিক সিদ্ধান্তটি ফুটে উঠেছে। বিপরীত মতের দলীলসমূহের ইনসাফভিত্তিক উত্তর দেয়া হয়েছে। তাই কোন কথা বিশ্বাসের আগে তার দলীল জেনে নিতে হবে। এ জন্যই উলামায়ে কিরাম বলেন: "বিশ্বাসের আগে দলীল জেনে নেওয়া চাই"। কারণ, দলীল জানার আগে বিশ্বাস করলে বিপরীত মতের দলীলগুলো প্রত্যাখ্যান কিংবা অপব্যাখ্যা করতে বাধ্য হবে।

এ জন্যই প্রত্যেক লেখক দলীল সংগ্রহ ও সেগুলো যাচ-বিচারে ত্রুটি করবে না। তেমনিভাবে না জেনে কোন ব্যাপারে দ্রুত মত দিবে না। না হয় সে আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর অধীন হবে। যাতে আল্লাহ বলেন:

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِيْ الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ﴾.

"যে মানুষদেরকে পথভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে সঠিক জ্ঞান ছাড়া আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা রচনা করে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে? বস্তুতঃ আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়েত দেন না"। (সূরা আল-আনআম: ১৪৪)

তেমনিভাবে কোন লেখক দলীল অন্বেষণে ত্রুটি ও দলীল নির্ভর কথাকে অসত্য বলে আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর অধীন হবে না। যাতে তিনি বলেন:

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، أَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِيْنَ﴾.

"যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে এবং সত্য সমাগত হওয়ার পর তা অস্বীকার করে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে? এমন কাফিরদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়?

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে সত্যকে জেনে-বুঝে সে অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন।

সমাপ্ত